47

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 04 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ১

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলেবাসের বোঝা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক পর্যায়ে সিলেবাসের বোঝা কমানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিষয়টির প্রতি আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অভিভাবকদেরও।

প্রধানমন্ত্রীর মতে ছাত্রছাত্রীদের মন থেকে লেখাপড়ার ভীতি দূর করতে এই বোঝা কমানো উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করার জন্য শিক্ষাক্রম 'আকর্ষণীয়' করার উপরও প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দু'টি বিষয় পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

প্রাথমিক শিক্ষা থেকে আমরা প্রধানত তিনটি 'শিক্ষা' আশা করি। পড়া, লেখা ও সংখ্যাজ্ঞান, যাকে ইংরেজিতে 'থ্রি আর' বলা হয়। পাঁচ বছর শিক্ষাশেষে সহজ ভাষার বই পড়া, দু'কলম লিখতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনের হিসেবপত্র যেন রপ্ত করতে পারে সেদিকটাতেই জোর দেয়া উচিত। এর বাইরে অনেক কিছু শেখাতে যেয়ে মূল বিষয়গুলোতে শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরও আমাদের খোকা-খুকুরা না পারে স্বাধীনভাবে পড়তে, না পারে লিখতে। তোতা পাখির মত মুখস্থ করে পরীক্ষায় হয়তো পাস করে, কিন্তু কোনটিতেই নিম্নতম দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত ৬টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শেখানোর চেষ্টা করা হয়। সিলেবাসের এই বোঝা একদিনে বাড়েনি। যে সব অজুহাতে বোঝা বাড়ানো হয়েছে, তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। যাদের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কোন সম্পর্ক নেই, তারা উপরে থেকে সিলেবাসের বোঝা চাপানোতে অবদান রেখেছেন। আমাদের মত দেশে শিক্ষাদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যে কত কঠিন তা তারা ভেবে দেখেননি। কোমলমতি শিশু-কিশোরদের ক'টি জিনিস ঠিকমত শেখানো সম্ভব তা তারা হিসেব করেননি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান নামছে তো নামছেই। প্রাথমিক পর্যায়ে যে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে তা প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার পরবর্তী সকল স্তরে।

'পড়া', 'লেখা' ও 'অংক' শেখানোর কাজটাকে প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় আকর্ষণীয় করতে হবে। তার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতার উন্নতি করতে হবে। ছড়ি হাতে নিয়ে মুখস্থ করানোর বদলে আক্ষরিক অর্থে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়নে সে দিকটাতে অগ্রাধিকার থাকা উচিত। আর যেসব বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর উদ্যোগ নেয়া হয়, সেগুলো হজম করার ক্ষমতা তাদের কম, ফলে না বুঝে মুখস্থ করেই তারা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগে একটি সমীক্ষায় দেখা গেল যে, এসব বিষয়ের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও জ্ঞানগম্যি বড় একটা নেই। অতএব শিক্ষার নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কি চলছে তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

সিলেবাসের বোঝা কমানোর ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। যেন আগামী জানুয়ারি থেকেই তা বাস্তবায়ন করা যায়। পাঠ্যসূচি থেকে কোন্ কোন্ বিষয় বাদ দিলে চলবে তা ঠিক করে ফেলা দরকার। এ ব্যাপারে যারা হাতে-কলমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ান তাদের মতামত প্রাধান্য পাওয়া উচিত। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাকে দক্ষ করতে হবে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া কমাতে হবে। সিলেবাসের বোঝা লাঘব করলে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, শিক্ষকদেরও বোঝা কমবে। তখন তারা মুখ্য বিষয়গুলো শেখানোর দিকে নজর দিতে পারবেন।